ত্রৈমাসিক

মিহওয়ার

জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ

[ষষ্ঠ সংখ্যা]

চৈত্র-জৈষ্ঠ ১৪৩১

এপ্রিল-জুন ২০২৪

শাওয়াল-জিলহজ্ব ১৪৪৫

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট

معهد التفكر والبحوث الإسلامي

Institute of Islamic Thought and Research

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

❖ ইসলামী চিন্তা ও দর্শন

১১ **ইসলামী সভ্যতা ও আধুনিক দুনিয়া**
প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন আজাদ

❖ মুসলিম চিন্তাধারা

২৫ **আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য**
হাসান আল ফিরদাউস

❖ ইসলামী জ্ঞানে উসূল

৪৩ **মুসা জারুল্লাহ বিগিয়েফ-এর চিন্তা দর্শন**
প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজ
অনুবাদ : আবু বারিরা

❖ উসূল ও মাকাসিদ

৫৫ **ফিকহুল মীযান প্রথম পর্ব**
প্রফেসর ড. আলী আল কারদাগী
অনুবাদ : আবদুস সালাম

❖ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

৭১ **ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও মনস্তত্ত্ব: ইসলামী দৃষ্টিকোণ**
প্রফেসর ড. মালিক বাদরী
অনুবাদ : কাজী সালমা বিনতে সলিম

❖ রাজনীতি ও অর্থনীতি

৮১ ইসলামে অর্থনৈতিক বিধানের উদ্দেশ্যসমূহ
ড. উমর চাপড়া
অনুবাদ : নাজিয়া তাসনীম

❖ সংস্কৃতি ও ইতিহাস

১০৩ সোনারগাঁও : বাংলায় ইলমী সিলসিলার অনন্য মিনার
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

❖ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ডি-৮

১১৩ আন্তর্জাতিক পানি রাজনীতি
হিশাম আল নোমান

❖ অন্যান্য

▪ বই পর্যালোচনা

১২৯ ইসলাম বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট
আলীয়া ইজ্জেতবেগোভিচ
পর্যালোচক : ফাহমিদ-উর-রহমান

▪ সিনে আলাপ

১৪১ সিনেমার দর্শনে চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস
মিফতাহুর রহমান

সম্পাদকীয়

একটি জাতির চিন্তাগত উৎকর্ষ তার চিরাচরিত ভাষার সমৃদ্ধির সমানুপাতিক। মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা বাংলা এক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক শতকের অবহেলায় নিপতিত রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় ইসলামী সভ্যতার সামগ্রিক মূলনীতি ও উত্তরাধিকারকে সঞ্চয় করে তা যুগোপযোগী পন্থায় মুসলিম মানসের সামনে হাজির করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে *ত্রৈমাসিক মিহওয়ার*।

দেশে মৌলিক জ্ঞান এবং চিন্তার ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, সে ঘাটতি পূরণেই ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তাকে উপজীব্য করে এগিয়ে এসেছে ত্রৈমাসিক মিহওয়ার। বহুমাত্রিক চিন্তার বিন্যাস এবং বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শক্তিশালী চিন্তাগুলোকে একত্রিত করে একটি সুসমন্বিত কাঠামো দেওয়ার প্রচেষ্টাই আমাদের কাজ। এর ধারাবাহিকতায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ডাইমেনশন আনার লক্ষ্যে আমরা চারটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালাচ্ছি।

প্রথমত, পরিভাষা। মানুষের চিন্তার গভীরতার একক হলো পরিভাষা। যে ভাষার পরিভাষা যত শক্তিশালী, সে ভাষার ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতাও তত বেশি। ইসলামী সভ্যতার শক্তিশালী মৌলিক পরিভাষাগুলোর বাংলায়ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুনভাবে সামনে নিয়ে আসাটা এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন।

দ্বিতীয়ত, অর্থবহতা। যে সকল পরিভাষার প্রচলন বাংলা ভাষায় ছিলো না, সে সকল পরিভাষা চর্চা এবং এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলাপ জারী করার মাধ্যমে মিহওয়ার নতুন জ্ঞান ও চিন্তার দুয়ার যেভাবে উন্মোচন করেছে, একইভাবে এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে এ জ্ঞান ও চিন্তাকে সংযুক্ত করে নতুন অর্থবহতা তৈরি করে চলেছে।

তৃতীয়ত, জ্ঞানের ইতিহাস সৃষ্টি। অতীতের সাথে সম্পর্ক বিহীনতা এবং বর্তমানকে যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারার মূল কারণ হলো জ্ঞানের সিলসিলা হারিয়ে ফেলা। এ দুঃখজনক বিষয়টিই আজ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরকে আচ্ছাদিত করেছে এবং সামঞ্জস্যহীন করে তুলেছে। চিন্তাগত পরিসরে সঠিক বিন্যাস (Order) নিরূপণ করতেই ইসলামী সভ্যতার

জ্ঞানের মিরাসের বিভিন্ন অনালোচিত দিক এবং নতুন যুগে উৎপাদিত চিন্তা ও দিগদর্শনের সাথে বাংলাভাষী চিন্তাশীল যুবসম্প্রদায়কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মিহওয়ার একটি সিলসিলা তৈরি করতে চায়, আর এজন্য জ্ঞানের আলোচনাকে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রেক্ষাপট এবং উপযোগকে আমলে নিয়ে ধারাবাহিক এ চিন্তার বিনির্মাণ বাংলা ভাষায় অনন্য একটি ধারার সূচনা করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত, ইসলামকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত জ্ঞানের ধারা কখনোই পৃথিবীতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছোট পরিসরে হলেও চর্চিত হয়েছে এবং বিকশিত হয়েছে। মিহওয়ার সে সকল জায়গা থেকে বাংলা ভাষার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে তারই একটি সারনির্যাস যুগের সর্বোন্নত ভাষায় উপস্থাপন করতে চায়।

এ প্রয়াসের মাধ্যমে একটি আদর্শ বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় সৃষ্টি এবং বাংলা ভাষায় চিন্তার মানকে আরও শক্তিশালী ও উচ্চতর পর্যায়ে আসীন করার প্রত্যয়ে মগ্ন ত্রৈমাসিক মিহওয়ার।

চতুর্থত, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানের চেষ্টা চালানো। মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, প্রতিটি জ্ঞানই তার নিজের যুগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এবং সে যুগের সমস্যাসমূহ সমাধান করাকেই প্রাধান্য দেয়। একইসাথে যে কোনো জ্ঞান সে যুগের মেমোরি, সে যুগের জ্ঞান নিজের মাঝে আত্তীকরণ করে। তাই প্রতিটি যুগেই পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ, সময় ও মাটির সাথে সঙ্গতি রেখে জ্ঞানের বিকাশ ও পুনর্বিচার করা প্রয়োজন। এটি সুস্পষ্ট যে, জ্ঞানের মধ্যে যদি বিকাশ না ঘটে, পরিবর্তন না আসে, সে জ্ঞান এক পর্যায়ে নস্টালজিয়ায় পরিণত হয় এবং কোনো সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আমরা জানি, কয়েক শতাব্দী ধরে এমন অসংখ্য সমস্যা আমাদের সামনে পুঞ্জিভূত হয়ে আছে যার সমাধান দিতে আমরা এখনো সক্ষম হইনি। এ সকল সমস্যা ও যুগ-সংকটের সমাধানে নতুন প্রস্তাবনা হাজির করার জন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহইয়া তথা পুনর্জাগরণের প্রয়োজন।

এজন্য সময়-মাটি-মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, ঐতিহ্য ও বর্তমানকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় নেওয়া এবং চিন্তার মেথড ধারাবাহিকভাবে ডেভলপ করা–এ বিষয়গুলো একটি চিন্তার সাথে মাটি ও মানুষের যোগসূত্র তৈরি করার পাশাপাশি সময়ের ভাষায় পরিণত হয়। যে কোনো চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব তৈরির ক্ষেত্রে এগুলো অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ *ত্রৈমাসিক মিহওয়ার*-এর পথচলা এ প্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই।

আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যেই মিহওয়ারের ৫টি সংখ্যা পাঠকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। চিন্তাশীল যুবজনতা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে যেভাবে সাদর আগ্রহে গ্রহণ করেছেন, তা আমাদের অভিভূত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে জ্ঞানের একটি শক্তিশালী সিলসিলা হাজির করতে মিহওয়ারের নবীনতর সংযোজন মিহওয়ার

ষষ্ঠ সংখ্যা, যা বহুমাত্রিক নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিন্যাস এবং বহুমুখী বিষয়বস্তুর আলোকে সাজানো হয়েছে।

এ সংখ্যায় আমরা বিভাগ ও প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছি, যা পাঠকদের চিন্তার জগতে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে বলে আমরা আশাবাদী। এ সংখ্যায় ইসলামী ও চিন্তা দর্শন বিভাগে অনূদিত হয়েছে প্রখ্যাত দার্শনিক, মুতাফাক্কির ও সভ্যতাবিশারদ আলেম প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুনের অসাধারণ সৃষ্টি *ইসলামী সভ্যতা ও আধুনিক দুনিয়া*। অনন্য এ প্রবন্ধে লেখক আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদী বয়ানকে যুক্তির নৈয়ায়িক পাল্লায় অসাধারণভাবে খণ্ডন করেছেন। পাঠকের মনোজগতে পাশ্চাত্যের তৈরিকৃত এ বয়ানের অসারতা ও ইসলামের অনন্য সামগ্রিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মুসলিম চিন্তাধারা বিভাগে এসেছে *আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য* শীর্ষক প্রবন্ধ। ইসলামী জ্ঞানে উসূল বিভাগে অনূদিত হয়েছে উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজের কলমে গত শতকের হানাফী ধারার মহান আলেম ও উসূলবিদ মুসা জারুল্লাহ বিগিয়েফের কাজ নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ *মুসা জারুল্লাহ বিগিয়েফ-এর চিন্তা ও দর্শন*। উসূল ও মাকাসিদ বিভাগে অনূদিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম ও মুতাফাক্কির, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স এর সেক্রেটারি ড. আলী আল কারাদাগীর ধারাবাহিক সিরিজ *ফিকহুল মীযান*। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. মালিক বাদরীর অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গিতে *ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং মনস্তত্ত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ* শীর্ষক প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিভাগে। রাজনীতি ও অর্থনীতি বিভাগে অনূদিত হয়েছে উম্মাহর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. উমর চাপড়ার *ইসলামে অর্থনৈতিক বিধানের উদ্দেশ্যসমূহ*। এছাড়া সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিভাগে এসেছে মাওলানা আব্দুর রহীমের অসাধারণ প্রবন্ধ *সোনারগাঁও: বাংলায় ইলমী সিলসিলার অনন্য মিনার*। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ডি-৮ বিভাগে রয়েছে তরুণ চিন্তক ও গবেষক হিশাম আল নোমানের প্রবন্ধ *আন্তর্জাতিক পানি রাজনীতি*। বই পর্যালোচনায় বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট, মহান দার্শনিক ও মুতাফাক্কির আলীয়া ইজ্জেতবেগভিচের অমর গ্রন্থ *ইসলাম বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট* নিয়ে অসাধারণ পর্যালোচনা করেছেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাবিদ ও লেখক ফাহমিদ-উর-রহমান। এছাড়া উনবিংশ শতকের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব চার্লি চ্যাপলিনের *মডার্ন টাইমস* নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন তরুণ অনুবাদক ও গবেষক মিফতাহুর রহমান।

ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানের তিনটি মৌলিক ধারা তথা ফিকহী ধারা, তাসাউফী ধারা ও দার্শনিক ধারার উত্তরাধিকারকে ধারণ করে তাওহীদুল উলুম তথা জ্ঞানের সামগ্রিকতার ভিত্তিতে মিহওয়ারের বিভাগগুলো সাজানো হয়েছে। এজন্য ইসলামী চিন্তা ও দর্শন, ইসলামী জ্ঞানে উসূল, মুসলিম চিন্তাধারা এবং উসূল ও মাকাসিদের ন্যায় তুলনামূলক কম আলোচিত কিন্তু জ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মিহওয়ার ষষ্ঠ সংখ্যা সম্পূর্ণ নতুন একটি কাঠামোতে পাঠকদের সামনে হাজির হবে, ইনশাআল্লাহ।

নতুন কাঠামোতে মিহওয়ার হাজির করার জন্য মিহওয়ার টিমের পক্ষ থেকে বারংবার পর্যালোচনা করা ও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সময়ের বড় বড় চিন্তাবিদগণের চিন্তার সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন অনুবাদ হাজির করার জন্য মিহওয়ার ধারাবাহিকভাব প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে গেলেও আমরা সময় নিয়েছি। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি, পাশাপাশি কাগজ ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা পত্রিকার মূল্য কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তবে পাঠকদের জন্য পত্রিকার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মিহওয়ারের নতুন কাঠামো থেকে শুরু করে সার্বিক বিষয় নিয়ে যে কোনো সমালোচনা, পরামর্শ ও পর্যালোচনাকে স্বাগত জানাই। বরাবরের ন্যায় এবারও সময়ের সেরা চিন্তাবিদগণ ও তরুণ চিন্তকদের লেখনীর মেলবন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস ও নতুনত্বের ছোঁয়ায় উপস্থাপিত হবে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ *মিহওয়ার* এর ষষ্ঠ সংখ্যা। মহান প্রভুর নিকট আমাদের চাওয়া, জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানকে উপজীব্য করে নতুন ধারা তৈরির এই মহান আন্দোলনে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু যেন সামান্যতম হলেও অবদান রাখতে পারে।

ইসলামী সভ্যতা ও আধুনিক দুনিয়া

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন আজাদ

পাশ্চাত্যের আধুনিকতার বয়ান বাস্তবতার পরিপন্থী একটি আখ্যান

দৃশ্যমান বিষয়ের সাথে বাস্তবতার এবং বয়ানের সাথে আয়নাতে প্রতিফলিত বিষয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ মৌলিক পার্থক্যটি প্রায় দেড়শত বছর ধরে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে চলে আসছে।

পাশ্চাত্য প্রায় দুইশত বছর ধরে একটি বয়ান পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে। সে বয়ানটি হলো, "পাশ্চাত্যের বাহিরে, অর্থাৎ প্রাচ্যে, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের বসবাস করাটাই হলো মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় একটি মুসিবত।"

দুটি পরিভাষার বাস্তবিকতার মধ্যে কারসাজি করে তারা তাদের এই বয়ানকে একটি ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। একটি হলো, মডার্ন (আধুনিক), অপরটি হলো পাশ্চাত্য। এই দুই বিষয়ে মুসলমানদের মন-মানসে তারা এরকম একটি বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য বলতে কি বুঝায়? যদি এই প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমাদের মানসপটে যে চিত্রটি ফুটে উঠে তা হলো, "পাশ্চাত্য মূলত স্বয়ং নিজের স্রষ্টা এবং নতুন নতুন ও সুন্দর বিষয়ে পরিপূর্ণ।" এক কথায়, মানবসভ্যতার যত অর্জন ও সুন্দর বিষয় রয়েছে তার সকল কিছুই পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। যেমন–বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, রেল গাড়ি, মোটরগাড়ি এই সকল কিছুই পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। কেউ কেউ আবার আরেকটু আগবাড়িয়ে বলেন যে, মানবাধিকার, সম্মানজনকভাবে মানুষের বসবাস করার অধিকারসহ আরও অসংখ্য বিষয় পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। আইনের শাসন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাকেও পাশ্চাত্যের অর্জন হিসেবে গণ্য করার পাশাপাশি এই কথা বলা হয়ে থাকে যে, এগুলো সব পাশ্চাত্যের সফলতা এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বারের মতো পাশ্চাত্য কর্তৃক

মানবতার সামনে এই সকল বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। আর এ সকল অর্জনকেই আমরা আধুনিকতা বলে অভিহিত করে থাকি।

এরপর যে প্রশ্নটি আমরা করি সেটা হলো, পাশ্চাত্য এই সকল বিষয়কে কীভাবে অর্জন করেছে? এর উত্তরে বলা হয়, পাশ্চাত্য এই সকল বিষয়কে উদ্ভাবন করেছে। এর প্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন করা হয়, পাশ্চাত্য কীভাবে তার অস্তিত্ব পেলো? তখন জবাবে বলা হয়, The West invented itself, অর্থাৎ পাশ্চাত্য স্বয়ং নিজেকে উদ্ভাবন করেছে।

এই জবাবকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, সকল ধরনের বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, যখন, যেভাবে, যা ইচ্ছা সেভাবে করতে সক্ষম এবং এ ক্ষেত্রে সমগ্র মানবতাকে অস্তিত্বদানকারী হিসেবে রয়েছে পাশ্চাত্য, আর অপরদিকে রয়েছে মানবতার অপর অংশ, যারা তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা ও নিয়ামতকে পাশ্চাত্যের নিকট থেকে ধার নিয়ে নিজেদের জীবনধারাকে জারী রেখেছে। মূলত আজ সারা দুনিয়াতে এই বিষয়টি-ই বুঝানো হয়ে থাকে।

এখন যদি আমরা আধুনিক পাশ্চাত্যের ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই, তারা (পাশ্চাত্য) বলে যে, আধুনিক পাশ্চাত্যের তিনটি মূল উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো–

১. খ্রিস্টধর্ম,
২. প্রাচীন গ্রিস,
৩. রোমান সাম্রাজ্য।

তাদের দাবি অনুযায়ী, তাদের বিশ্বাস ও ব্যক্তিবাদীতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এসেছে খ্রিষ্টধর্ম থেকে, আইন ও বিধান সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এসেছে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আর আকলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, যেমন যুক্তিবাদীতা ও রেশনালিজমের মতো বিষয়সমূহ এসেছে প্রাচীন গ্রিস থেকে। এই তিনটি ধারা থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারকে নতুন করে নবায়ন করে পাশ্চাত্য একটি জীবনধারা বিনির্মাণ করেছে আর এই নতুন জীবনধারাকে আধুনিকতা নামে নামকরণ করেছে।

আমরা যদি তাদের এই দাবিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যায় যে, তাদের এই দাবি খুব বেশি আগের নয়। মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর পরে এসে তারা তাদের এই দাবি সব জায়গায় প্রচার করা শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে একই সাথে দুনিয়ার অতীত ও ঐ সময়কে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তুলে ধরা হতো এবং মানুষও ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই জানতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরে মুসলমানগণ বিশেষ করে উসমানী রাষ্ট্র দুনিয়ার অপর অংশ (পশ্চিম ইউরোপ ছাড়া) কে রক্ষা করার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়লে পাশ্চাত্য মানবতার সকল সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একইসাথে মানুষের অতীত ও তাদের মানসকে পাশ্চাত্যের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নতুন করে তৈরি করে। অর্থাৎ মানবতাকে শোষণ করার জন্য তাদের ইতিহাস, চিন্তা ও দর্শনকে ভুলিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল কিছু নতুনভাবে পুনর্গঠন করে।